ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আবদুল কাদির জিলানি

জীবন ও কর্ম

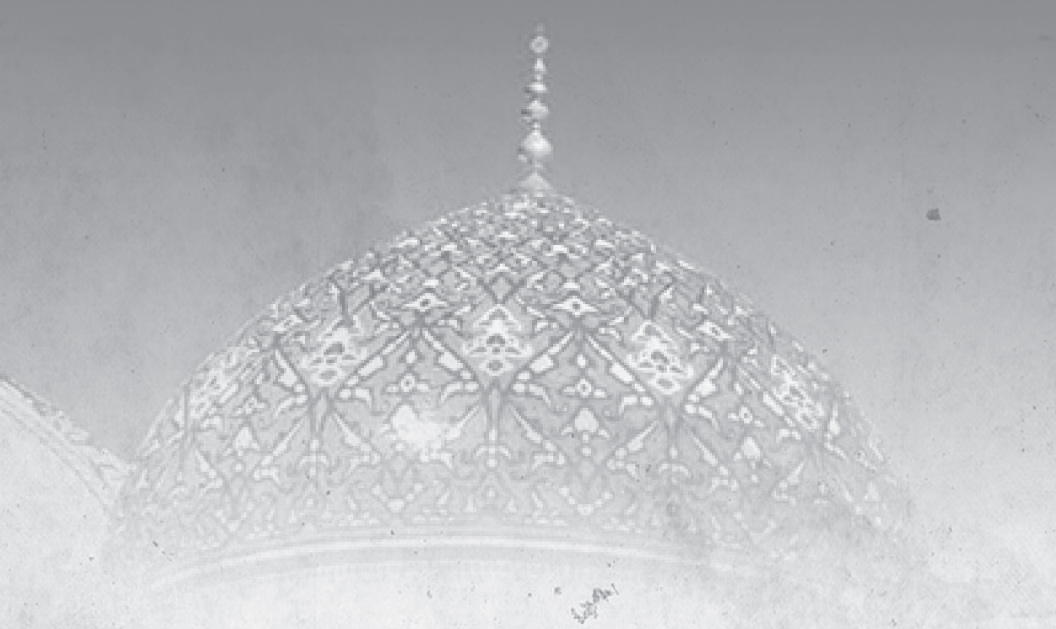

শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহ.

[জীবন ও কর্ম]

মূল ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর আবদুল্লাহ তালহা

সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

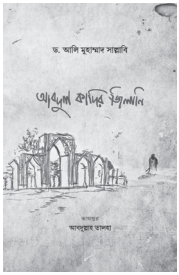

প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 6. UK £ 4

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা
নামলিপি : আফিফা মারজানা

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৭-১৮, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
৩০, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০৩৫৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, বইবাজার, ইফোর্ট বিডি

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Shaikh Abdul Qadir Jilani Rah.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**
Translated by **Abdullah Talha**
Edited by **Salman Mohammad**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

শায়খ আবদুল কাদির জিলানি। এ দেশে বহুল পরিচিত, আলোচিত ও চর্চিত নাম। তাঁর নাম শুনেনি এমন মানুষ খুবই কম পাওয়া যাবে। তাঁকে নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে আছে অনেক কল্পকাহিনি। এমনও কিছু কথা প্রচলিত আছে, যেগুলো বিশ্বাস করলে ইমান ভঙ্গের কারণ হতে পারে।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানিকে নিয়ে একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। বইটি কলেবরে ছোট হলেও তথ্যে ভরপুর। তাঁর প্রত্যেকটা রচনার মতো এই গ্রন্থটিতেও তিনি প্রতিটি তথ্যের পেছনে বিশুদ্ধ দলিল যুক্ত করেছেন। সাল্লাবি এখানেই অনন্য। নিজের পক্ষ থেকে কম বলেন, পূর্বসূরিদের রচিত হাজার হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সারনির্যাস বের করে সেগুলো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন।

তাঁর রচিত এই বইটি পাঠ করলে আমরা জানতে পারব একজন পির কী ধরনের হওয়া উচিত, ভক্ত বা মুরিদের সঙ্গে পিরের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং পিরের সঙ্গেও ভক্ত-মুরিদানের সম্পর্ক কতটুকু থাকা উচিত। বইটি পাঠ করলে আরও জানতে পারব দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বলতে সত্যিকার অর্থে কাদের বোঝানো হয়। জানতে পারব আল্লাহকে পেতে হলে কী ধরনের চেষ্টা-মুজাহাদা করতে হয়। সর্বোপরি জানতে পারব একজন সহিহ আকিদার বিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়।

বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ লেখক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ তালহা। তাঁর কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হয়েছেন নিশ্চয়। এই বইটির অনুবাদ জমা দেওয়ার পর অধিকতর যাচাইয়ের জন্য তাঁকে আবার ফেরত পাঠাই। শত ব্যস্ততার পরও তিনি বইটিতে আবারও নজর বুলিয়ে দিয়েছেন। এতে বইটির অনুবাদের মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বইটির প্রাথমিক সম্পাদনা ও বানান সংশোধন করেছেন যুবায়ের ইবরাহীমা। তিনি এর পেছনে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। আর মূল বইয়ের সঙ্গে প্রতিটি লাইন মিলিয়ে চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজটি করেছেন লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। তারপর একজন দীনি বোন পুনরায় বানান নিরীক্ষণ করেছেন। আমিও বইটি একবার পড়েছি। এতে বইটি ভাষা ও বানানে অত্যন্ত সাবলীল ও সুখপাঠ্য হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাল্লাবির অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইয়েও আমাদের পক্ষ থেকে কিছু উপশিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে। বাহুল্য হিসেবে কিছু রেফারেন্স বাদ দেওয়া হয়েছে। জটিল এবং কঠিন কিছু বিষয়ের ওপর অনুবাদক এবং সম্পাদকের পক্ষ থেকে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। এর জন্য বইটির পাঠ আরও সাবলীল হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটিতে কালান্তরের নিজস্ব ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু যুক্তাক্ষর পাঠকের কাছে ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। তবে পাঠকের ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বেশকিছু যুক্তাক্ষর আমরা সরল ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি—কোন কোন অক্ষর মিলে কোন শব্দ হয়েছে। এতে পাঠক শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন।

এতসব মানুষের পরিশ্রমের ফসল এই বইটি এখন আপনাদের হাতে। আমরা সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ধরনের বিচ্যুতি বা অসংগতি নজরে এলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ জানুয়ারি ২০২০

অনুবাদকের কথা

এ দেশে দীন প্রচার করতে আগমন করেছেন বহু সুফি-সাধক ও পির-বুজুর্গ। তাই এ দেশের মানুষের হৃদয়ে রয়েছে সুফি-সাধক ও পির-বুজুর্গদের প্রতি উচ্চস্তরের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভক্তি। অতি শ্রদ্ধা থেকে মানুষের মুখে মুখে তাঁদের নামে প্রচারিত রয়েছে নানা কল্পকাহিনি।

ভারত উপমহাদেশে যে সুফি-সাধকের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় তিনি শায়খ আবদুল কাদির জিলানি। শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহ.-কে এ দেশের মানুষ বিভিন্ন নামে চেনে—বড়পির, গাউসে পাক ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে আবদুল কাদির জিলানিকে নিয়ে সর্বসাধারণের মুখে মুখে অনেক কিছুই চর্চিত হয়ে আসছে; তবে এর অধিকাংই শরয়ি দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অনেকেই তাঁকে জন্মগতভাবে ঐশী ক্ষমতার অধিকারী কোনো মহান ব্যক্তি মনে করে। আবার অনেকে মনে করে তিনি নবি-রাসুলদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (নাউজুবিল্লাহ)।

এই ভূমিকা লেখার আগে একবার 'আবদুল কাদির জিলানি' লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়েছিলাম। সেখানে শায়খ আবদুল কাদির জিলানির জীবনী নিয়ে যতগুলো ওয়াজ বা আলোচনা পেয়েছি, সবই কল্পকথা ও ভিত্তিহীন কাহিনি দিয়ে ভরপুর। সেসব কাহিনির অধিকাংশই এমন, যা শুনলে দীনি মূল্যবোধ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর বিশ্বাস করলে ইমান নষ্ট হবে। অনেক আলোচনায় শায়খ জিলানিকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন তিনি একজন ফাসিক ও বিদআতি।

এসব কারণে শায়খ আবদুল কাদির জিলানির জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হওয়া ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবি। এই প্রয়োজনীয়তা বা দাবির প্রতি লক্ষ করে বলা যায়, সময়ের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ড. শায়খ মুহাম্মাদ আলি সাল্লাবি রচিত গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলেবর ছোট হলেও তথ্য ও বর্ণনার সৌকর্যে বইটি অসাধারণ। এককথায় লেখক সাল্লাবি

অল্প পরিসরে শায়খ আবদুল কাদির জিলানির বর্ণাঢ্য ও কীর্তিময় জীবন পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রাহ. ছিলেন একজন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বড় আলিম ও সমাজসংস্কারক। তিনি ছিলেন শরিয়ত ও তরিকতের উচ্চমার্গীয় একজন ব্যক্তি। ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী বিদআতমুক্ত সমাজ-সংস্কারক। তিনি সর্বদা চেষ্টা করেছেন কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে উম্মাহকে পরিশুদ্ধ করতে। উম্মাহকে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সব সময় সামনে রেখেছেন কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস এবং সালাফগণের বক্তব্য, যার বিস্তারিত বিবরণ আপনারা এই গ্রন্থে পাবেন।

যারা সাল্লাবির বইপত্রের সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অন্যসব বিষয় থেকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন তথ্য ও প্রমাণাদির সন্নিবেশের ক্ষেত্রে। এ জন্য তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ যতটা মূলানুগ রাখা যায় ততই উত্তম। আমিও চেষ্টা করেছি অনুবাদ মূলানুগ রেখে মাতৃভাষার আবেদন ও প্রকাশ-শৈলী রক্ষা করতে।

আলি সাল্লাবির রচনাবলি প্রকাশের এক মহান ব্রত নিয়েছে দেশের অন্যতম ইসলামি প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান ‘কালান্তর প্রকাশনী’। আলহামদুলিল্লাহ ‘কালান্তর’ ইতিমধ্যে লেখকের অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠককে পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ করেছে। প্রকাশনা-ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে এবার যুক্ত হচ্ছে *শায়খ আবদুল কাদির জিলানি* বইটি। এই বই সর্বাঙ্গীন সুন্দররূপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রকাশক ও সম্পাদকবৃন্দ যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আবদুল্লাহ তালহা
০৮ জানুয়ারি ২০২০

সূচি

ভূমিকা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

নাম, পরিচয় ও ইলম অর্জন # ১৯

এক	: নাম, বংশপরিচয়, জন্ম	১৯
দুই	: ইলম অর্জন ও সাধনায় আবদুল কাদির জিলানি	২০
তিন	: আবদুল কাদির জিলানির শিক্ষক ও শায়খবৃন্দ	২২
চার	: আবদুল কাদির জিলানির ইলমি অবস্থান	২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকিদা সুস্পষ্টকরণে শায়খের পদ্ধতি # ২৯

এক	: আকিদা-বিষয়ক বর্ণনা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা	২৯
দুই	: কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য থেকে দূরে সরে না যাওয়া	২৯
তিন	: সালাফে সালিহিনের আকিদা-বিশ্বাসই তাঁর আকিদা	৩০
চার	: মুতাকাল্লিমিনদের তাবিল-বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান	৩০
পাঁচ	: কুরআন-সুন্নাহে যে আলোচনা নেই তা বর্জন করা	৩১
ছয়	: কালামশাস্ত্রের প্রতি অনীহা	৩১

তৃতীয় অধ্যায়

আবদুল কাদির জিলানির আকিদা-বিশ্বাস # ৩৩

এক	: ইমান	৩৩
দুই	: কবিরা গুনাহকারীর হুকুম	৩৪
তিন	: তাওহিদে রুবুবিয়্যাহর আকিদা	৩৫
চার	: তাওহিদে উলুহিয়্যাহর আকিদা	৩৭
পাঁচ	: ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তসমূহ	৩৭

ছয় : বিভিন্ন ইবাদত সম্পর্কে শায়খ জিলানির ভাষ্য ৪০
সাত : আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্যের একত্ববাদের প্রতি ইমান ৪৪
আট : কুরআন কারিম সম্পর্কে শায়খ জিলানির আকিদা ৪৯
নয় : শায়খ জিলানির দৃষ্টিতে আল্লাহর দর্শন ৫১
দশ : শায়খ জিলানির নিকট কাদা ও কদর ৫১
এগারো : কবরের আজাব এবং মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন সম্পর্কে আকিদা ৫১
বারো : শাফাআত সম্পর্কিত আকিদা ৫২
তেরো : হাউজে কাউসার ৫৩
চৌদ্দ : পুলসিরাত ৫৪
পনেরো : মিজান ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

বিদআতের ব্যাপারে শায়খ জিলানির অবস্থান # ৫৬

এক : কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে শায়খের সতর্কতা ৫৬
দুই : বিদআতের নিন্দা ও সে ব্যাপারে সতর্কতা ৫৬
তিন : উলুল আমরের অনুসরণ ৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

আবদুল কাদির জিলানির দৃষ্টিতে তাসাওউফ # ৫৯

এক : শায়খ জিলানির নিকট তাসাওউফের পরিচয় ৬০
দুই : শায়খ জিলানির সুফি হয়ে ওঠার রহস্য ৬৩
তিন : ইলম ও আমলে শায়খের অবস্থান ৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিলানির নিকট শায়খ, মুরিদ ও সোহবতের আদব # ৭১

এক : মুরিদের করণীয় ৭১
দুই : শায়খের সঙ্গে মুরিদের আদব ৭২
তিন : মুরিদের প্রতি শায়খের কর্তব্য ৭৪
চার : ভাই-বন্ধুদের প্রতি আদব ও শিষ্টাচার ৭৫

সপ্তম অধ্যায়

পরিশুদ্ধ ব্যক্তির অবস্থা ও মর্যাদা # ৭৮

এক	: তাওবা	৭৮
দুই	: ‘জুহদ’ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি	৮১
তিন	: তাওয়াক্কুল	৮৩
চার	: শোকর	৮৯
পাঁচ	: সবর	৯১
ছয়	: রিজা বিল কাজা	৯২
সাত	: সত্যবাদিতা	৯৩

অষ্টম অধ্যায়

কাদিরিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা # ৯৬

এক	: কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ	৯৬
দুই	: তৎকালে বহুল প্রচলিত দর্শন ও মতাদর্শমুক্ত তরিকা	৯৭
তিন	: আমলের প্রতি স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ	৯৮
চার	: শিষ্টাচার ও শিক্ষণীয় বিষয়সম্ভার সংকলন	৯৮
পাঁচ	: আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ	৯৮

নবম অধ্যায়

জিলানির সংস্কারমূলক কার্যক্রমের রূপরেখা # ১০২

এক	: দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা ও রূপরেখা	১০২
দুই	: সুশৃঙ্খল আধ্যাত্মিক বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষা	১০২
তিন	: বক্তৃতা ও বক্তৃতার বিষয়	১০৭
চার	: ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রবণতা এবং শিয়া-বাতিনিদের উগ্রপন্থার...	১১৫
পাঁচ	: তাসাওউফের ব্যাপক সংস্কার সাধন	১১৯
ছয়	: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ	১২৩
সাত	: গ্রাম-গঞ্জ ও আশপাশের মাদরাসাসমূহ	১২৪
আট	: জিনকি সালতানাত ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত...	১৩২
নয়	: শায়খ জিলানির অনন্য গুণাবলি ও ইনতেকাল	১৩৭

সারসংক্ষেপ # ১৪২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর। আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি। যাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। যাঁর কাছে আমরা পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন জানাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

ক্রুসেডযুদ্ধ নিয়ে গবেষণাকালীন আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ করি যে, নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিজয়ের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় কার্যকর ভূমিকা রাখে; তন্মধ্যে ইসলামি খিলাফতের নিজস্বশক্তি, জনগণের তরফ থেকে সমর্থন-সহযোগিতা, মন্ত্রিপর্ষদের কার্যক্ষমতার মদদ ও অন্যদিকে ইসলামি খিলাফতের ভিত মজবুত হতে থাকে; এটা হয় আল্লাহভীরু আলিম, সৎ ও নিষ্ঠাবান মন্ত্রী ইয়াহইয়া বিন হুবায়রা কর্তৃক পরিচালিত আব্বাসি মন্ত্রিপর্ষদের মাধ্যমে; ইসলামি খিলাফত সেলজুকিদের প্রথমদিকের শাসনামলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে থাকে। পাশাপাশি আবদুল কাদির জিলানি রাহ. ছিলেন খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে বিস্তৃত গণদাওয়াতের ময়দানের প্রধান ব্যক্তিত্ব। জনসাধারণ এমন

একজন সৎ, নির্ভীক ও উচ্চ মনোবলসম্পন্নের অধীর আগ্রহে ছিল, সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে যার সম্পর্ক হবে দৃঢ়, যিনি সংস্কারমূলক গণদাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত ও আত্মশুদ্ধির মেহনত করে নতুন করে সমাজ সাজাবেন। মানসপটে জাগিয়ে তুলবেন ইমানি চেতনা আর আল্লাহপ্রদত্ত বিধানাবলি মেনে চলার অদম্য স্পৃহা। হৃদয়কাননে গেঁথে দেবেন আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা। জাগিয়ে তুলবেন সঠিক জ্ঞানার্জন ও ইবাদতের বিশুদ্ধ তরিকা জানার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করবেন মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের প্রতিযোগিতায়। আহ্বান করবেন খালিস তাওহিদ ও নিখাদ দীনের প্রতি।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানির মধ্যে উল্লিখিত গুণগুলো ছিল দৃঢ়ভাবে। তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা নুরুদ্দিন জিনকির সঙ্গে মিলে ইসলামি হুকুমত বাস্তবায়ন করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, আকিদা-বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন প্রতিরোধে সহযোগী হয়। মূলত এই মাদরাসার ছাত্রদের নিয়েই গঠিত হয় শামে ক্রুসেডবাহিনীর প্রতিরোধকারী নতুন সঙ্গাবদ্ধ দল।

আবদুল কাদির জিলানি পূর্ববর্তী মনীষীদের চেষ্টা-সাধনা ও শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হন; বিশেষত ইমাম গাজালি রাহ. থেকে। আর ইমাম গাজালি আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে আলিম, শিক্ষার্থী ও সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্য সিলেবাস প্রণয়ন করেছিলেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানিও তাঁর ছাত্র ও মুরিদদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিককর্মে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলা; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালনে সদা প্রস্তুত থাকতে একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস প্রণয়ন করেন।

আবদুল কাদির জিলানির নামে প্রসিদ্ধ রিবাত-সীমান্তচৌকিতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের ব্যাপক সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে শিক্ষার্থী ও মুরিদরা অবস্থান করত আর চলত জিলানি সিলেবাসে আত্মশুদ্ধি ও সাধনার ব্যাপক চর্চা-অনুশীলন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানি যে শিক্ষা ও দীক্ষা-নীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ইমাম গাজালি কর্তৃক প্রবর্তিত সিলেবাসের অনেকাংশ অনুসরণ করেছেন।[১]

আমরা العالم الكبير والمربي الشهير الشيخ عبد القادر الجيلاني *আবদুল কাদির*

১ *হাকাজা জাহারা জিলু সালাহুদ্দিন—আল-জিহাদ ওয়াত তাজদিদ-এর সূত্রে : ৩৩৯*

জিলানি নামক এই গ্রন্থে তাঁর নাম, বংশ, জ্ঞান অন্বেষণে সফর ও তাঁর শায়খদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এরপর আমরা তাঁর আকিদা-বিশ্বাস ও আকিদা বিশ্লেষণপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর আকিদা-বিশ্বাস ছিল সালাফে সালিহিনের আকিদা-বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসে উল্লেখ নেই এমন অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান করতেন এবং কালামশাস্ত্র থেকে দূরে থাকতেন। তিনি সহজ-সাবলীলভাবে বোধগম্য ভাষায় আকিদার আলোচনা করতেন। পারতপক্ষে কুরআন-হাদিসের চাহিদা-বহির্ভূত বিষয়গুলো পরিহার করতেন।

ইমান, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত এবং তাওহিদ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর আকিদা-বিশ্বাস কী ছিল তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি আরও আলোচনা করেছি আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহ, পবিত্র কুরআন, আল্লাহ তাআলার দিদার, তাকদির, কবরের আজাব, মুনকার-নাকির ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন, হাউজে কাউসার, পুলসিরাত এবং মিজান তথা আমল পরিমাপযন্ত্র-সংক্রান্ত বিষয়ে শায়খ আবদুল কাদির জিলানির আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে।

ইসলামে বিদআতের নিন্দা, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপনের গুরুত্ব, বিদআতের ভয়াবহতা ও নেতৃত্বশীলদের আনুগত্য-বিষয়ক তাঁর অবস্থান আমি সুস্পষ্ট করেছি।

তাসাওউফের মর্ম ও তাৎপর্য, শরিয়তে এর অবস্থান কী? তিনি কেন আধ্যাত্মিক চর্চা-সাধনা, বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন ও তদনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন এরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। শায়খ আবদুল কাদির জিলানি কর্তৃক প্রণীত শায়খ ও মুরিদের শিষ্টাচারনীতিরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছি।

'কাদিরিয়া তরিকা' প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এই তরিকাটি অন্যান্য তরিকা থেকে আলাদা তা-ও উল্লেখ করেছি। যেমন : এই তরিকার উসুল ও মূলনীতি হলো তৎকালে ব্যাপকভাবে প্রচারিত যুক্তি-দর্শনের পেছনে না পড়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। আমলের প্রতি যথাযথ যত্নবান হতে হবে। ইসলামি শিক্ষা ও শিষ্টাচারের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ বিনাবাক্যে পালনে সচেষ্ট থাকবে।

এই গ্রন্থে আরও কিছু বিষয়ের যথাযথ বিবরণ পেশ করেছি; যেমন : দীনি ও

আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিকভাবে সম্পূর্ণরূপে দক্ষ বানাতে সক্ষম এমন শিক্ষাকার্যক্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনা-সংবলিত সংস্কারমূলক বিস্তৃত দাওয়াতি মিশনের বিবরণ। তাঁর ওয়াজ-বক্তৃতা, বক্তৃতার বিষয়, বক্তৃতার সময় অসৎ আলিম, শাসকবর্গ, সমাজে প্রচলিত মন্দ রীতি-প্রথার কঠোর সমালোচনা, দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ইনাসফ প্রতিষ্ঠা, বিকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এবং উগ্রপন্থি শিয়া বাতিনিদের প্রতিরোধে তাঁর প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। তাসাওউফের দাবিদার ভ্রান্ত উপদলসমূহের সংশোধনে কার্যক্রম, তাসাওউফের তরিকাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি সৃষ্টি, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজে নিষেধের মতো গুরুদায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় এবং সংস্কারপন্থি বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্র ও নুরুদ্দিন জিনকির রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় একযোগে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকাও বিবৃত হয়েছে। ক্রুসেডবাহিনীর প্রভাবে বাস্তুচ্যুত মুজাহিদদের সন্তানরা মূলত তাঁর উদ্যোগেই সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ, সীমান্ত পাহারা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরব পদচারণায় নেমে আসেন। পরিশেষে তাঁর গুণাবলি ও মৃত্যু-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করেছি।

আবদুল কাদির জিলানির শিক্ষা-দীক্ষার রীতি ও মাদরাসায়ে কাদিরিয়ার সর্বদিকে ব্যাপক প্রভাব ছিল। তিনি নুরুদ্দিন জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে জনসাধারণকে নবোদ্যমে জাগ্রত করেন। তিনি মূলনীতি ও শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নীতি অনুসরণ করতেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং শিয়া রাফিজি সম্প্রদায়ের প্রতিরোধে মুসলমানদের প্রস্তুত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. আবদুল কাদির জিলানির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁকে সরল-সোজা পথের অনুসারী প্রসিদ্ধ পির-শায়খদের ইমাম মনে করতেন।[২] ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'তদানীন্তন সমাজে শরিয়তের বিধানাবলি ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে শায়খ জিলানি ছিলেন অগ্রজ। তিনি নিজ ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের উপর সর্বদা শরিয়তকে প্রাধান্য দিতেন। নিজেও কুপ্রবৃত্তি ও মনোবাসনা ছেড়ে ইসলামের বিধানাবলি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং অন্যদের এ ব্যাপারে আদেশ দিতেন।'[৩]

আমি গ্রন্থটি লিখে শেষ করেছি ২০ শাবান ১৪২৭; ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বুধবার ১২.০৮ মিনিটে। সর্বাবস্থায় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ তাআলার

২ *মাজমুআতুল ফাতাওয়া,* শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া : ১০/৪৬৩।

৩ *মাজমুআতুল ফাতাওয়া,* শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া : ১০/৪৮৮।

কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই কাজ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী করেন। তাঁর বান্দাদের হৃদয় যেন এই গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন এবং তাতে বরকত দান করেন। আমার লিখিত প্রতিটি অক্ষর যেন সওয়াব অর্জন ও আমলনামা সমৃদ্ধ হওয়ার উত্তম মাধ্যম হয়।

হে আল্লাহ, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল করতে সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করা সকলের চেষ্টার উত্তম বিনময় দান করুন। পাঠকের কাছে আকুল আবেদন, যেন তাদের নেক ও মাকবুল দুআয় এই অধমকে ভুলে না যান।

> হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। [সুরা নামল : ১৯]

আর আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

> আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং যা তিনি বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

দরুদ ও সালাম আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি। হে আল্লাহ, তোমার সত্তা সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত। তুমিই সব প্রশংসার হকদার। তুমি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার সমীপেই আমার প্রত্যাবর্তন।

মহান রবের ক্ষমা ও দানের ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

নাম, পরিচয় ও ইলম অর্জন

এক. নাম, বংশপরিচয়, জন্ম

১. নাম

আবদুল কাদির জিলানির বংশানুক্রম এমন; আবদুল কাদির ইবনু আবু সালিহ মুসা জিনকি দুস্ত ইবনু আবু আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া জাহিদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু দাউদ ইবনু মুসা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুসা আল জৌন ইবনু আবদুল্লাহ আল মাহদ। এভাবেও তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়; মুজিল ইবনু হাসান মুসান্না ইবনু হাসান ইবনু আলি ইবনু আবু তালিব।[৪]

শায়খ আবদুল কাদির জিলানি আলি রা.-এর বংশধর হওয়ার বিষয়টি কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫] তবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো তিনি আলি রা.-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন; এই মতের পক্ষে ইতিহাসবিদের সংখ্যা বেশি এবং তাদের দলিল-প্রমাণও শক্তিশালী। পক্ষান্তরে বিরোধীদের দলিল-প্রমাণ দুর্বল ও সংখ্যায় তারা কম।[৬]

২. উপনাম ও উপাধি

প্রায় সব ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মাদ এবং উপাধি জিলানি বা জিলি।[৭] তা ছাড়া তাঁকে অনেক উপাধি ও উপনামে ভূষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্তমানে যেভাবে লেখাপড়া সমাপ্তকারী ছাত্রের বিবিধ উপাধি প্রদান করে, যার মাধ্যমে তার ইলমি মর্যাদা ও অবস্থান বোঝা যায়,

---

৪ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪৩৯; *শায়খ আবদুল কাদির জিলানি* : ২৭।

৫ পার্শ্বটীকা, *তাবাকাতুল হানাবিলা*, ইবনু রজব হাম্বলি : ১/২৯০

৬ *শায়খ আবদুল কাদির জিলানি*, ড. সাইদ আল-কাহতানি : ২৮।

৭ *শায়খ আবদুল কাদির জিলানি*, ড. সাইদ আল-কাহতানি : ২৮।

তেমনিভাবে সে সময়ের আলিমগণ, শায়খ ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শায়খ আবদুল কাদির জিলানির সম্মানে বিভিন্ন গুণবাচক উপাধি ব্যবহার করেছেন। আল্লামা সুমআনি রাহ. তাঁকে 'ইমাম' শব্দে সম্বোধন করেছেন। ইবনু রজব হাম্বলি রাহ. তাঁকে 'হাম্বলি মাজহাবের ইমাম ও সে যুগের শায়খদের নেতা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] আল্লামা হাফিজ জাহাবি রাহ. তাঁকে 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি দিয়েছেন।[৯]

৩. আবদুল কাদির জিলানির জন্মবৃত্তান্ত

শায়খ আবদুল কাদির জন্মগ্রহণ করেন জিলান শহরে। শহরটি ছিল তিবরিস্তানের পেছনে ভিন্ন একটি নগরী। তা 'ইকিল ও কিলান' নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। এ জন্য উক্ত নগরীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তাঁকে 'জিলি', 'জিলানি' বা 'কিলানি' বলা হয়।

শায়খ আবদুল কাদির জিলানির জন্মগ্রহণের সময়টি ছিল হিজরি ৪৭১ সন।[১০] কেউ কেউ বলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন হিজরি ৪৭০ সনে।[১১]

দুই. ইলম অর্জন ও সাধনায় আবদুল কাদির জিলানি

আবদুল কাদির জিলানির বয়স যখন মাত্র আট বছর, তখন তিনি নিজ শহর জিলান ছেড়ে বাগদাদ আসেন। শুধুমাত্র ইলম অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ৪৮৮ হিজরিতে বাগদাদে নিয়ে আসে। বাগদাদ এসে সেখানের প্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ আলিমদের থেকে ইলমের সুধা পান করেন। একদল অসাধারণ জ্ঞান-গবেষকের সংস্পর্শে আবদুল কাদির জিলানি ইসলামের প্রায় সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি রাহ. আবদুল কাদির জিলানির জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, 'তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিম, বিশিষ্ট বুজুর্গ, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বিরল ব্যক্তিত্ব ও অনুসরণীয় শায়খুল ইসলাম। সেই সঙ্গে ওলিদের শিরোরত্ন ও দীনের সংশোধনকারী।'[১২] অনুরূপ ইবনু রজব হাম্বলি রাহ.-ও *তাবাকাতে হানাবিলায়* উল্লেখ করেছেন, 'আবদুল কাদির জিলানি ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তিত্ব, পির-শায়খদের নেতা, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ছিল অসংখ্য কারামত ও অগাধ দীনিজ্ঞান।' ইলম অর্জনে তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর

---

৮ শায়খ আবদুল কাদির জিলানি, ড. সাইদ আল-কাহতানি : ২৮।

৯ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪৩৯।

১০ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪৩৯।

১১ *বাহজাতুল আসরার* : ৮৮।

১২ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪৩৯